১৮

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 18 NOV 1992
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

শেরে বাংলা কাপ হাতে বিশ্ববিদ্যালয় দলের অধিনায়ক কায়সার। —সংবাদ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চ্যাম্পিয়ন

সপ্তদশ শেরে বাংলা কাপ জাতীয় ফুটবল

মোতাহের হোসেন মাসুম ঃ চরম বিশৃংখলা এবং স্থানীয় ব্যবস্থাপকদের দায়িত্বহীন আচরণের মধ্যে অনুষ্ঠিত চূড়ান্ত খেলায় জিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একবছর পর শেরেবাংলা কাপ জাতীয় ফুটবলের শিরোপা পুনরুদ্ধার করেছে।

গতকাল মঙ্গলবার ময়মনসিংহ স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত এ খেলায় তারকা খেলোয়াড় সমৃদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় দলের ধারে ও ভারে বিপর্যস্ত হয় প্রতিপক্ষ খুলনা দল। এই সুযোগে শিরোপা জয়ের আসল কাজটি সুচারুরূপে সম্পন্ন করেন আক্রমণ ভাগের খেলোয়াড় নকিব এবং মধ্যমাঠ আগলানোর দায়িত্ব নেয়া রঞ্জি। এরা দু'জনে উভয়ার্ধে একটি করে গোল দিয়ে দলের সহজ জয় নিশ্চিত করেন

জাতীয় ফুটবলের সপ্তদশ আসরের এই চূড়ান্ত খেলাটি গতকাল নির্বিঘ্ন ছিল না। টুর্নামেন্টের ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিযুক্ত জেলা ক্রীড়া সংস্থার কর্মকর্তাদের অনভিজ্ঞতা কিংবা খামখেয়ালীপনার জন্যে খেলাটির ভাগ্য নিয়ে শুরু থেকেই অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। বিশেষ করে খেলা শুরু হবার বেশ আগেই গ্যালারী থেকে কাঁটাতারের দুর্বল বেষ্টনি ডিঙ্গিয়ে বিপুল-

শেরে বাংলা কাপ ঃ পৃঃ ৭ কঃ ৬

শেরে বাংলা কাপ ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চ্যাম্পিয়ন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সংখ্যক দর্শক মাঠে ঢুকে সাইডলাইনে বসার জন্য হুড়োহুড়ি শুরু করলে একপর্যায়ে মনে হয়, সংগঠকরা যেন অব্যবস্থাপনার চূড়ান্ত নমুনাই দেখাতে ইচ্ছুক। এসময় শান্তি শৃংখলা বজায় রাখার দায়িত্বে নিযুক্ত পুলিশদেরও তৎপর হতে দেখা যায়নি। তবু যে কোন সময়ে খেলা ভন্ডুল হয়ে যাবার শংকা নিয়ে মাঠের ধারে বসা থাকা দর্শকদের সামনেই রেফারী খেলা শুরু করেন। তাও আবার নির্ধারিত সময়ের ১৮ মিনিট পর।

খেলা আরম্ভ হবার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলোয়াড়রা এদিন প্রথম থেকেই খুলনা দলের ওপর চাপিয়ে খেলতে শুরু করেন। আগের খেলাগুলোর তুলনায় এদিন বিশ্ববিদ্যালয় দল যেন গাঝাড়া দিয়ে ওঠেন। তাদের খেলায় দেখা যায় জয়ী হবার বাসনায় প্রতিপক্ষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার চেষ্টা। আর এ রকম এক প্রচেষ্টা থেকে সুযোগ সন্ধানী স্ট্রাইকার নকিব প্রথমার্ধের ১২ মিনিটে পেনাল্টি বক্সের কাছাকাছি রুপুর পাস পেয়ে সহজেই খুলনার জালে বল জড়িয়ে দেন (১-০)।

এর ঠিক চার মিনিট পর একশ্রেণীর দর্শকদের উৎপাতে খেলা বন্ধ হয়ে যায়। প্রায় দশ মিনিটের মত বন্ধ থাকার পর পরিস্থিতি কিছুটা নিয়ন্ত্রণে এলে রেফারী আবার খেলা শুরু করেন। প্রথমার্ধের বাকি সময়ে উভয় দল আক্রমণ পাল্টা আক্রমণ চালালেও তা থেকে কেউই ফায়দা তুলতে পারেনি।

দ্বিতীয়ার্ধের খেলায় খুলনা আক্রমণ গড়ে তোলার চেষ্টা চালালেও দলের খেলোয়াড়রা সুযোগের সদ্ব্যবহারে ব্যর্থ হন। ৫৭ মিনিটে তারানার নেয়া শট বিশ্ববিদ্যালয়ের গোলরক্ষক কানন কর্ণারের মাধ্যমে রক্ষা করেন। এরপর বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে ৬৬

বাঁ থেকে নকিব, রঞ্জি ও শেখ জাহাঙ্গীর।

মিনিটে মধ্যমাঠের খেলোয়াড় রঞ্জি বেশ কয়েকজন খেলোয়াড় ও গোলরক্ষককে কাটিয়ে প্রেসিং শটে দলের দ্বিতীয় গোল করলে খেলার ভাগ্য নিশ্চিত হয়ে যায়। এই অর্ধে খুলনা আরও একবার গোল করার সুযোগ পেয়েও কাজে লাগাতে পারেনি। শেখ জাহাঙ্গীরের নেয়া ঐ কোনাকুনি শটে গোলরক্ষক কানন পরাস্ত হয়েছিলেন। কিন্তু বল পোস্ট ঘেষে বাইরে যাওয়ায় খুলনা দলের খেলায় ফিরে আসার সকল সম্ভাবনা শেষ হয়ে যায়।

এদিন খুলনার রুমী ও শেখ জাহাঙ্গীরকে বিশ্ববিদ্যালয় দল কড়া পাহারায় রাখলে তাদের পক্ষে আক্রমণ রচনা করা সম্ভব হয়নি। অথচ আগের খেলাগুলোতে খুলনার জয়ের পেছনে আক্রমণভাগের এই দুই খেলোয়াড়ের অবদানই ছিল বেশি।

খেলাশেষে বিজয়ীদলের কোচ মোহাম্মদ মাসা বলেন, অন্যদিনের চেয়ে আমার দল আজ ভাল খেলে। বিপক্ষ সুসংগঠিত দল। আমাদের চেয়ে ওদের রানিং ভাল ছিল। তবু অভিজ্ঞতার দৌড়ে আমরা তাদের সহজে হারাতে সক্ষম হই। অন্যদিকে চ্যাম্পিয়ন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দলের অধিনায়ক বলেন, খুলনাকে যে রকম শক্তিশালী ভেবেছিলাম খেলায় তারা তা দেখাতে পারেনি। খুলনা মোটেই ভাল খেলেনি। আর যে পরিস্থিতিতে খেলা অনুষ্ঠিত হলো তা না খেলাই ভাল। এ প্রসঙ্গে খেলাশেষে রেফারী রফিকুল ইসলাম একই মত পোষণ করেন। তার মতে, যে কোন সময় একটা অঘটন ঘটে যেতে পারতো।

গতকালের খেলায় সীমাহীন বিশৃংখলার মূল কারণ ধারক্ষমতার বাইরে টিকেট ছাড়া, একপর্যায়ে ব্যগ্র দর্শকদের গেট ভেঙ্গে মাঠে ঢুকে পড়া, সর্বোপরি শান্তি বজায় রাখার জন্য জেলা ক্রীড়া সংস্থার আগাম প্রস্তুতির অভাব। যার জন্যে গাঁটের পয়সা খরচ করেও বিপুল সংখ্যক দর্শককে হতাশ হয়ে ফিরে যেতে হয়।

নিশ্চুপ রেডিও, টেলিভিশন

পাশাপাশি জাতীয় ফুটবলের এই চূড়ান্ত আসরটির ধারাবিবরণী রেডিওতে প্রচার করার কথা জানালেও শেষ পর্যন্ত তা করা হয়নি। এদিন রেডিও-টিভিতে খেলাটি সরাসরি প্রচার করলে, একজন জাতীয় নেতার নামে চালু করা জাতীয় ফুটবল আসরটি যেমন সত্যিকার মর্যাদা পেত, তেমনি মাঠের ওপরও চাপ কম পড়ত। মাঠের মধ্যেই দূরদূরান্ত থেকে আসা দর্শকদের বলতে শোনা গেছে, টেলিভিশন একদিনের নোটিশে হিরোশিমায় অনুষ্ঠিত এশীয় কাপের ফাইনাল দেখাতে পারে অথচ দেশের সর্বোচ্চ ফুটবল খেলার প্রতি তাদের বিমাতাসুলভ অনীহা।

সাংবাদিকদের দুর্দশা

গতকালের খেলায় দর্শকদের পাশাপাশি খেলার খবর সংগ্রহ করতে আসা সাংবাদিকদের দুর্দশার অন্ত ছিলনা। বিশেষকরে ঢাকা থেকে আসা জাতীয় দৈনিকগুলোর ক্রীড়া সাংবাদিকদের। তাদের একবার বলা হয় প্যাভেলিয়নে বসতে। যেখানে নির্ধারিত চেয়ারগুলো আগেই বেদখল হয়ে যায়। অগত্যা নিয়ে যাওয়া হয় মাঠে। সেখানে বিপুলসংখ্যক স্থানীয় সাংবাদিকরা আগেই আসন নেয়ায় পরবর্তীতে ঢাকার সাংবাদিকদের সাইড লাইনের পাশে চেয়ারে বসতে দেয়া হয়। শেষ পর্যন্ত গ্যালারী থেকে ধেয়ে আসা দর্শকদের তোড়ে আশপাশ ভরে গেলে পুলিশ তাদের তাড়া করে। এসময় পুলিশ কর্তব্যরত সাংবাদিকদের সঙ্গেও খারাপ ব্যবহার করলে বাধ্য হয়ে তাদের অন্যত্র অবস্থান নিতে হয়।

বাফুফের অবস্থান

ময়মনসিংহে অনুষ্ঠিত ১৪ দিনব্যাপী এ টুর্নামেন্টে যারা ঢাকা থেকে সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়েছেন তাদের কাছে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের অবস্থান কেমন যেন বেমানান মনে হয়েছে। স্থানীয় সংগঠকদের মনে হয়েছে বাফুফের চেয়েও ক্ষমতাবান। এমনকি গতকালের প্রায় ভন্ডুল হবার যোগাড় ফাইনালেও দেখা গেছে বাফুফের প্রায় সব বড় কর্তারা মাঠে উপস্থিত থাকলেও ও রকম পরিস্থিতিতে তারা একরকম নিশ্চলই ছিলেন। অবশ্য মাঠে উপস্থিত দু'জন মন্ত্রীকেও অব্যবস্থাপনার ঐ চূড়ান্ত দশা দেখতে হয়।

পুরস্কার বিতরণ

খেলাশেষে চ্যাম্পিয়ন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও রানার্স-আপ খুলনা দলের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন প্রধান অতিথি স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়নমন্ত্রী ব্যারিস্টার আবদুস সালাম তালুকদার। এ সময় তার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন বিশেষ অতিথি যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী সাদেক হোসেন। তিনি খেলার শুরুতে উভয় দলের খেলোয়াড়দের সঙ্গে পরিচিত হন। টুর্নামেন্টে ময়মনসিংহ জেলা ক্রীড়া লেখক সমিতির বিচারে সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার পান খুলনা দলের শেখ জাহাঙ্গীর।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঃ কানন, আতাউর, কায়সার হামিদ, জুয়েল, জনি, টিটো, রুপু (পান্নু), রঞ্জি, সাব্বির, নকিব, টুটুল (রকিব)।

খুলনা জেলাদল ঃ টোটাম, জগলু, আতা, পার্থ, নীরা (চঞ্চল), বাদল (আসাদ), তারানা, সানি, শেখ জাহাঙ্গীর, রুমী, জাহাঙ্গীর।

রেফারী ঃ রফিকুল ইসলাম।

P.T.O.